



45676 - শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার বস্িতারতি ববিরণ

প্রশ্ন

শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা সম্পর্কে বস্িতারতি জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নমিনোকত বাণীতে শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা বর্ণনা করেছেন: “তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবনে না, কনিতু, যসেব শপথ তোমরা ইচ্ছা করে কর সগেলের জন্য তনিতোমাদেরকে পাকড়াও করবনে। তারপর এর কাফ্ফারা দশজন দরদিরকে মধ্যম ধরনরে খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরজিনদেরকে খতে দাও, বা তাদেরকে বস্িত্রদান, কথিবা একজন দাস মুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নই তার জন্য তনি দনি সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতো তোমরা শোকর আদায় কর” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৮৯]

সুতরাং একজন মানুষ তনিটি বিষয়রে মধ্যে যো কোন একটি বাছাই করে নতিে পারনে:

১। দশজন মসিকীনকে খাবার খাওয়ানো। নজিরে ফ্যামলিকি যো ধরনরে খাবার খাওয়ানো হয় সো ধরণরে মধ্যম মানরে খাবার। প্রত্যকে মসিকীনকে দেশীয় খাদ্যদ্রব্যরে অর্ধ সা’ দতিে হবে। যমেন- চাল বা এ জাতীয় অন্য কিছু। অর্ধ সা’এর পরিমাণ হচ্ছে প্রায় দেড় কলিগোগ্রাম। যদি কোন দেশে ভাতরে সাথে তরকারি খাওয়ার প্রচলন থাকে, অনকে দেশে এটাকে তাবখি (রান্নাকৃত) বলা হয় সক্ষেত্রে চালরে সাথে তাদেরকে তরকারী বা গশত দয়ো উচতি। আর যদি দশজন মসিকীনকে একত্রতি করে দুপুর বা রাতরে খাবার খাওয়ানো হয় তাহলে সটোও যথেষ্ট।

২। দশজন মসিকীনকে বস্িত্র দান করা। যো কাপড় দয়িে নামায আদায় করা যায় প্রত্যকে মসিকীনকে এমন ড্রসে দতিে হবে। পুরুষদের জন্য জামা (জুব্বা) কথিবা লুঙগি ও চাদর। আর নারীদের জন্য গটো দহে আচ্ছাদনকারী পশোক এবং ওড়না।

৩। একজন ঈমানদার ক্রীতদাস আদায় করা।

যো ব্যক্তি এর কোনটি করার সামর্থ্য নই সো ব্যক্তি লাগাতার তনিদনি রোযা রাখবে।



জমহুর আলমেরে অভিমিত হচ্ছ-ে নগদ অর্থ দিয়ে কাফ্ফারা দলি আদায় হবে না।

ইবনে কুদামা বলেন: কাফ্ফারা আদায় করার ক্ষত্রে খাদ্য কথি বা বস্ত্রের মূল্য দিয়ে দলি কাফ্ফারা আদায় হবে না। কনেনা আল্লাহ্ খাদ্যের কথা উল্লেখ করছেন সুতরাং অন্য কিছু দিয়ে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা তনিটি পদ্ধতি থেকে একটি চয়ন করার সুযোগ দিয়েছেন। যদি মূল্য দয়া জায়যে হত তাহলে তনিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোন অর্থ থাকে না। [ইবনে কুদামা এর আল-মুগনি (১১/২৫৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: কাফ্ফারা অবশ্যই খাদ্য হতে হবে; অর্থ নয়। কনেনা কুরআন-সুন্নাহতে খাদ্যের কথাই এসছে। আবশ্যকীয় পরিমাণ হচ্ছ-ে অর্থ সা' দেশীয় খাদ্যদ্রব্য; যমেন- খজুর, গম ইত্যাদি। আধুনিক পরিমানে হিসাবে প্রায় দেড় কলিগোগ্রাম। আর যদি আপনি তাদেরকে দুপুরে খাবার খাইয়ে দেন বা রাত্রে খাবার খাইয়ে দেন কথি বা পোশাক পরিয়ে দেন, যত পোশাক দিয়ে নামায পড়া জায়যে হবে সটোও যথেষ্ট। এমন পোশাক হচ্ছ-ে একটা জামা (জুব্বা) কথি বা একটা লুঙা ও চাদর। [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৩/৪৮১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন: যদি কটে ক্রীতদাস না পায়, পোশাক বা খাবার দিতে না পারে তাহলে সে তনিদনি রোযা রাখবে। এ রোযাগুলো লাগাতরভাবে রাখতে হবে। মাঝে কোনদনি রোযা ভাঙা যাবে না। [ফাতাওয়া মানারুল ইসলাম (৩/৬৬৭)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।